# পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা

## আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

## বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা -২"**

এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে ২য় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। কোরআন নাজিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। জাহেলি যুগের কবিতা ও গদ্য সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। অসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইস্কান্দারিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা (আ:) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বেও এ জাতির কিছু কিচ্ছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকদের মতে তারা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় তাদের শত্রু নিবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজ (আল হিজর) নাম খ্যাত, সেখানেই ছিল তাদের আবাস। সৌদি আরবের মদিনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম "মাদায়েন সালেহ"। এটাই ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীন কালে যার নাম ছিল "হিজর"। সামুদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যে সব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিঝুম পরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে, এক সময় এ নগরীর জনসংখ্যা কয়েক লাখের কম ছিল না।

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (স:) যখন এ এলাকা অতিক্রম করেছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষনিয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এক জায়গায় তিনি একটি কুয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কুয়াটি থেকে হযরত সালেহ এর উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদের এ কুয়া থেকে পানি পান করতে বলেন। এবং অন্য সমস্ত কুয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে রাসূল বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটনীটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি আজও "ফাজ্জুন নাকাহ" উটনীর পথ নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্তূপগুলোর মধ্যে যে সব মুসলমান ঘোরাফেরা করছিল তাদেরকে একত্র করে রাসূল (স:) একটা ভাষণ দেন। এ ভাষণে সামুদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। কাজেই এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। এটা ভ্রমণের জায়গা নয় বরং কান্নার জায়গা।

এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় তৎকালীন সময়ে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

**পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:**

১. আমরা সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে। সে তাদের বলেছিল, হে আমার কওম, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।

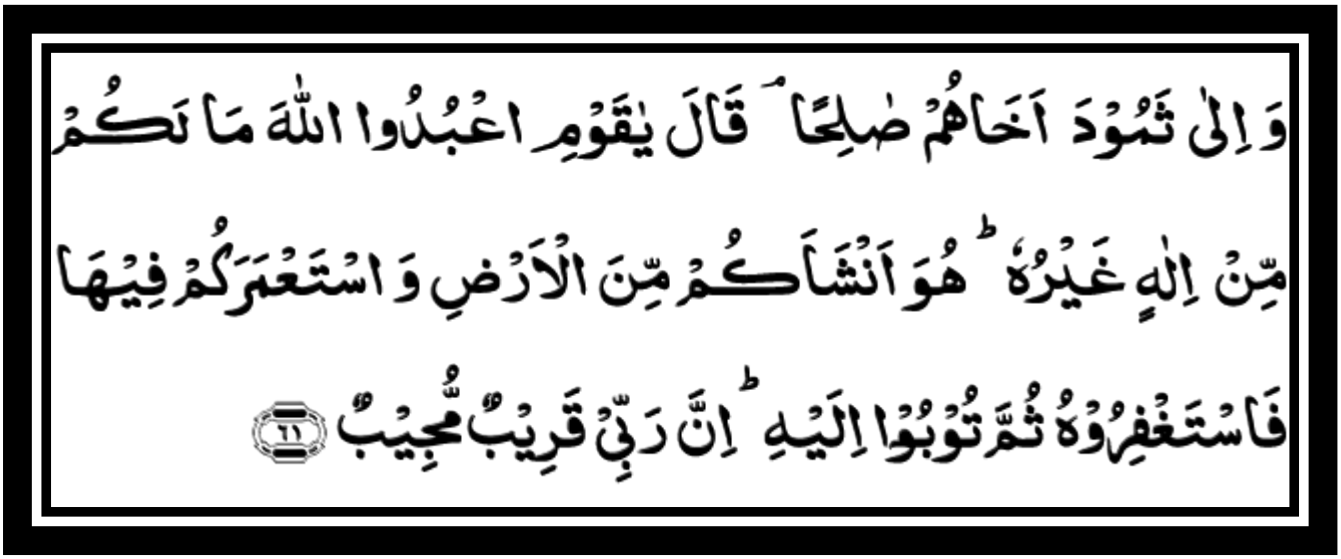
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

**আর সামুদ জাতি প্রতি তাদের ভাই সালেহ কে প্রেরণ করি; তিনি বললেন, হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, তিনি কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (সূরাঃ হুদ ১১:৬১)**

২. তারা বলেছিল, হে সালেহ, ইতোপূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশা-ভরসার স্থল। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যাদের ইবাদত করত এখন কি তুমি তাদের ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করছো।

قَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ
مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

**তারা বলল-হে সালেহ! ইতিপূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের অবশ্যই তাতে সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। (সূরাঃ হুদ ১১:৬২)**

৩. সে বলেছিল, হে আমার কওম, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি তার পক্ষ থেকে আমাকে কোনো অনুগ্রহ দান করেন, যদি আমি তার অবাধ্য হই, তখন আমাকে কে রক্ষা করবে?

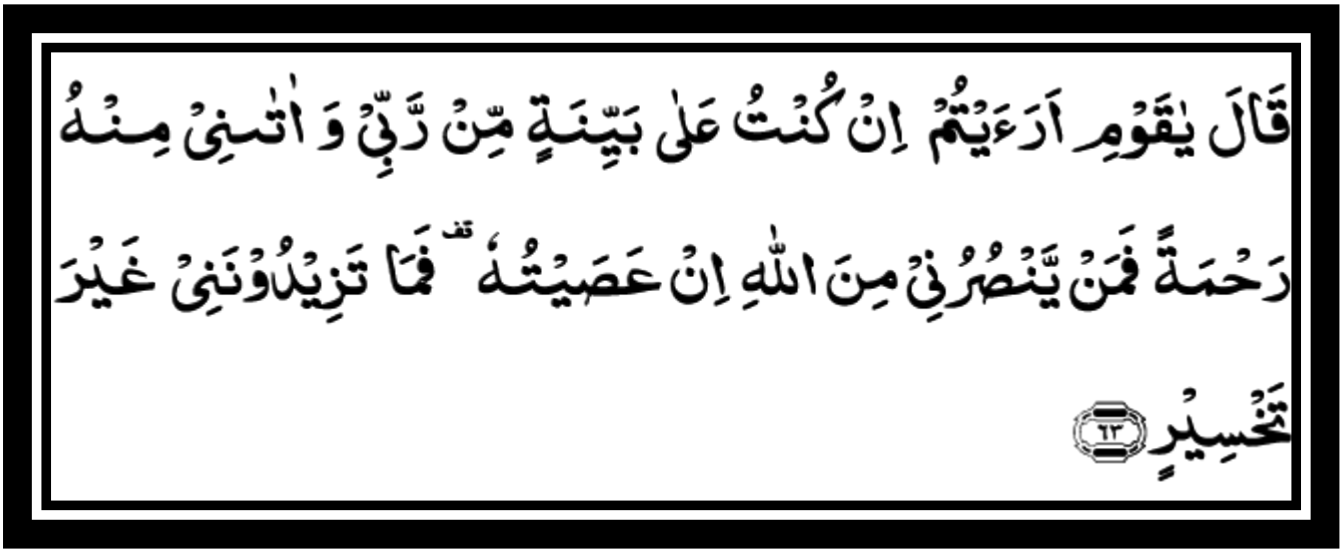
قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اٰتٰنِيْ مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ
تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾

**সালেহ বললেন-হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পরবে না (সূরাঃ হুদ ১১:৬৩)**

৪. হে আমার কওম, এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। তোমরা এটিকে মন্দ উদ্দেশো স্পর্শ করো না, করলে তোমাদের উপর আপতিত হবে আশু আযাব।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَ
لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

**আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। (সূরাঃ হুদ ১১:৬৪)**

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৫. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করে। তখন সে তাদের বলেছিল, তোমরা তোমাদের ঘরে মাত্র তিন দিন উপভোগ করো। এটি একটি অনিবার্য সত্য ওয়াদা।

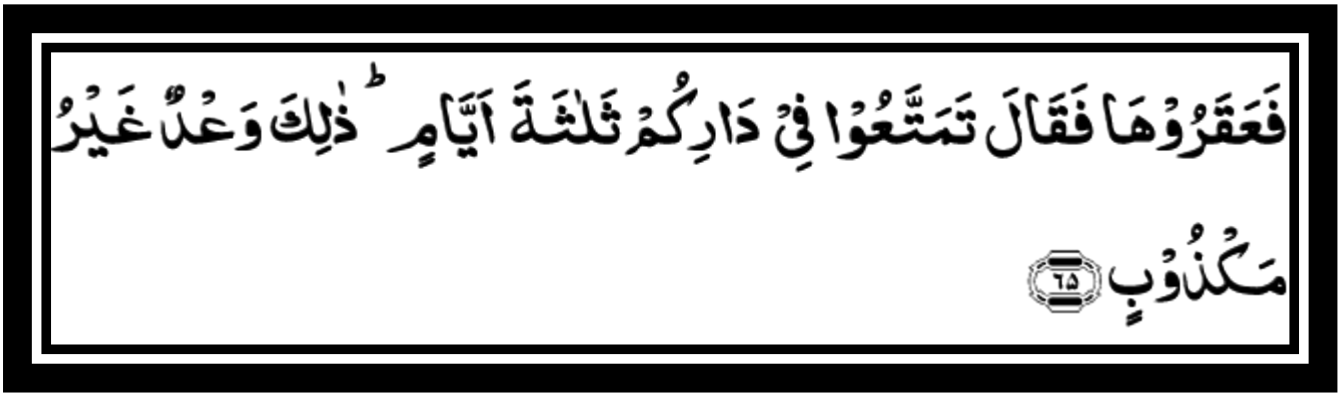
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ
مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

**তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন-তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (সূরাঃ হুদ ১১:৬৫)**

৬. অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছালো আমরা আমাদের অনুগ্রহে সালেহ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের রক্ষা করলাম।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

**অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তারা সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনি সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (সূরাঃ হুদ ১১:৬৬)**

৭. আর যারা জুলুম করেছিল তাদের পাকড়াও করলো এক বিকট শব্দ ফলে তারা তাদের ঘরে ঘরে উপুড় হয়ে পড়েছিল।

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾

**আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুর হয়ে পড়ে রইল। (সূরাঃ হুদ ১১:৬৭)**

৮. অবস্থা এমন হয়েছিল যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসী করে নি। সাবধান, সামুদ জাতি তাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছিল। সাবধান, সামুদ জাতিকে সমূলে নিপাট হয়ে গিয়েছিল।

**যেন তাঁরা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে। (সূরাঃ হুদ ১১:৬৮)**

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহকে সম্পূর্ন ও আংশিক অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকি। আল্লাহর ৯৯ গুণবাচক নামের কোনো একটির সাথে অন্যকে শরীক করলে আল্লাহকে আংশিক অস্বীকার করা বুঝায়। আসুন, আমরা খালেছভাবে আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে পুরোপুরি মেনে নেই। এবং আল্লাহর কিতাব কুরআন ও রাসূলের হাদিসের নির্দেশের আলোকে আমাদের জীবনের সকল কাজ-কর্ম পরিচালনা করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

**আমীন**

**আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ**

Click here http://www.morningbrightness.fi/